জীবনপঞ্জী

১৮৫৩—২২ ডিসেম্বর (৮ পৌষ ১২৬০, কৃষ্ণা সপ্তমী), বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল সময়ে জয়রামবাটীতে জন্ম। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম কন্যা। জন্মের পূর্বে রামচন্দ্রের স্বপ্নদর্শন ঃ 'একটি হেমাঙ্গী বালিকা তাঁহার পৃষ্ঠোপরি পড়িয়া কোমল বাহুপাশে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছে।' রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন ঃ 'কে গো তুমি?'—বালিকার উত্তর ঃ 'এই আমি তোমার কাছে এলুম।' ভগিনী ঃ (১) কাদম্বিনী দেবী, স্বামী ঃ কোকন্দ নিবাসী সুধারাম চক্রবর্তী। ভ্রাতাগণ ঃ (১) প্রসন্নকুমার—প্রথম পত্নী রামপ্রিয়ার দুই কন্যা—নলিনী ও সুশীলা (মাকু), প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া পত্নী সুবাসিনীর দুই কন্যা—কমলা ও বিমলা, এক পুত্র গণপতি। (২) উমেশচন্দ্র (বিবাহের পূর্বে মৃত)। (৩) কালীকুমার—পত্নী সুবোধবালা, দুই পুত্র—ভূদেব ও রাধারমণ। (৪) বরদাপ্রসাদ—পত্নী ইন্দুমতী, দুই পুত্র—ক্ষুদিরাম ও বিজয়কৃষ্ণ। (৫) অভয়চরণ (ডাক্তারী-শিক্ষার অব্যবহিত পরে মৃত্যু)—পত্নী সুরবালা, এক কন্যা—রাধারানী।

১৮৫৯—মে (বৈশাখের শেষ ভাগ, ১২৬৬), বিবাহ। পাত্র, হুগলী জেলার কামারপুকুর নিবাসী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবীর কনিষ্ঠপুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়, বয়স ২৪। বিবাহের পূর্বে কন্যা অন্বেষণকালে গদাধরের নির্দেশ ঃ 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।' পাত্রপক্ষ-কর্তৃক কন্যাপক্ষকে তিনশ মুদ্রা পণ দান। বিবাহের পরদিন শ্বশুরালয়ে আগমন এবং তার পরদিন পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬০—নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ ১২৬৭), দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটীতে গদাধরের গমন, কয়েকদিন অবস্থান, অতঃপর বধূসহ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন। কামারপুকুরে কয়েকদিন অবস্থানের পর পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন এবং গদাধরের (অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ) দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬৪—(১২৭১), জয়রামবাটী অঞ্চলে দারুণ দুর্ভিক্ষ। পিতা রামচন্দ্রের দরিদ্রসেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ। 'এক এক দিন এমন হত, এত লোক এসে পড়ত যে খিচুড়িতে কুলোত না। তখনই আবার চড়ানো হত। আর সেই গরম গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শিগ্‌গির জুড়োবে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম।'

১৮৬৬—মে (বৈশাখ ১২৭৩), তৃতীয়বার শ্বশুরালয়ে আগমন। হালদারপুকুরে একাকী স্নানে যাওয়ার সময় প্রতিদিন আটটি দিব্য কন্যার (অষ্টসখীর) উপস্থিতি—সম্মুখে ও পশ্চাতে চারজন করে বেষ্টিত অবস্থায় হালদারপুকুরে গমন ও প্রত্যাবর্তন। একমাস অবস্থানের পর জয়রামবাটীতে।

১৮৬৬-৬৭—ডিসেম্বর-জানুয়ারি (পৌষ-মাঘ ১২৭৩), চতুর্থবার শ্বশুরালয়ে—দেড় মাস অবস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতা চন্দ্রমণি দেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে।

১৮৬৭—মে (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪), ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়রামের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে গমন। পঞ্চমবার শ্বশুরালয়ে আগমন। দীর্ঘ সাতমাস কামারপুকুর অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ। ঐ কাল সম্পর্কে পরবর্তীকালে উক্তি ঃ 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।'

১৮৭২—মার্চ (চৈত্র ১২৭৮), সুদূর দক্ষিণেশ্বরে সাধনমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উন্মত্ততা সম্পর্কে নানাবিধ গুজব। সঙ্কল্প ঃ 'সবাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কেমন আছেন।' অসুস্থা অবস্থায় পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা—পথে অসুস্থতাবৃদ্ধি। 'বেহুঁশ হইয়া মাতা যখন পড়িয়ে। আসিয়া পাশেতে তাঁর বসে এক মেয়ে।। নেহারিয়া মাতা তাঁরে করিলা জিজ্ঞাসা। তোমার কোথা হইতে হইয়াছে আসা।। তদুত্তরে কাল মেয়ে কহিলা মাতায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে আইনু হেতায়।।' 'কালো-মেয়ের' সেবাযত্নে ও আশ্বাসে পরদিন সুস্থতালাভ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন।

১৮৭২—৫ জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-অনুসারে জ্যৈষ্ঠের শেষার্ধ ১২৮০, জুন ১৮৭৩), ফলহারিণী কালীপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক জগদম্বারূপে (ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে) পূজান্তে শ্রীচরণে সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি সমর্পিত।

১৮৭৩—মধ্যভাগে (১২৮০ সালের প্রথম ভাগে, লীলাপ্রসঙ্গ-অনুসারে কার্তিক ১২৮০), দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থতা। কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।

১৮৭৪—২৬ মার্চ, পিতা রামচন্দ্রের পরলোকগমন।

এপ্রিল (বৈশাখ ১২৮১), দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বর আগমন।

১৮৭৫—বর্ষায় আমাশয় রোগ।

(আনুমানিক) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন। পুনরায় আমাশয়ে আক্রান্ত—মুমূর্ষু-অবস্থায় সিংহবাহিনী দেবীর নিকট হত্যাদান। প্রাপ্ত ঔষধে আরোগ্যলাভ।

১৮৭৬—২৭ ফেব্রুয়ারি (১৬ ফাল্গুন ১২৮২), শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবসে চন্দ্রমণি দেবীর লোকান্তর।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কয়াপাট-বদনগঞ্জে প্লীহা চিকিৎসা।

১৭ মার্চ (৫ চৈত্র ১২৮২), তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর আগমন। শম্ভু মল্লিক-কর্তৃক নির্মিত চালাঘরে কিছুদিন বাস। শ্রীরামকৃষ্ণের আমাশয় হলে নহবতে গিয়ে তাঁর সেবার ভারগ্রহণ।

২২ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩), সাবিত্রীব্রত।

নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৩), জয়রামবাটী গমন।

১৮৭৭—শ্যামাসুন্দরীকে জগদ্ধাত্রীর স্বপ্নদান।

১৪ নভেম্বর (৩০ কার্তিক), শ্যামাসুন্দরীর গৃহে প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজায় অংশগ্রহণ।

১৮৮১—ফেব্রুয়ারি-মার্চ, চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন—সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, শ্যামাসুন্দরী প্রভৃতি। উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়রামের দুর্ব্যবহারে ব্যথিতচিত্তে মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ এবং সঙ্কল্প ঃ 'মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।'

মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮), দক্ষিণেশ্বর থেকে হৃদয়রাম বিতাড়িত।

১৮৮২—ফেব্রুয়ারি-মার্চ, অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে পঞ্চমবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সেবার ভারগ্রহণ।

১৮৮৪—দুর্ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণের বামহস্তের অস্থির স্থানচ্যুতি।

(মাঘ ১২৯০), ষষ্ঠবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন কিন্তু বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে যাত্রাবদলের জন্য পরদিন জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।

১৮৮৫—মার্চ, রামলালের বিবাহে উপস্থিতি এবং সেখান থেকে সপ্তমবার দক্ষিণেশ্বর আগমন।

এপ্রিল (ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মতে ২৫ চৈত্র), ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত।

মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, শুক্লা ত্রয়োদশী), পানিহাটি-উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা; অনুমতিলাভ, কিন্তু উৎসবে যোগদানে অসম্মতি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য ঃ 'সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত "হংসহংসী এসেছে", ও খুব বুদ্ধিমতী।'

২৬ সেপ্টেম্বর, চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতা আগমন। প্রথম বাগবাজারের বাসাবাড়িতে— সেদিনই বলরাম বসুর বাড়িতে।

২ অক্টোবর, চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাসাবাড়িতে। কয়েকদিন পরে সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে আগমন।

১১ ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯২), শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

১৮৮৬—শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক ভারসমর্পণ ঃ 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগনিরাময় প্রার্থনায় তারকেশ্বরে হত্যাদান। তৃতীয়রাত্রে

বৈরাগ্যসঞ্চার এবং হত্যাদানে প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প পরিত্যাগ। তিরোভাবের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ঃ 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে...কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিতহাত করো না। তোমার মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। ...বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয় ...কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি নষ্ট করো না।'

১৬ আগস্ট (৩১ শ্রাবণ ১২৯৩), রাত্রি একটা দুই মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ। সারদাদেবী নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ 'মা-কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।'

১৬ আগস্ট, সধবা-চিহ্ন পরিত্যাগ কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও নিষেধ ঃ 'আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?'

২১ আগস্ট, উদ্যানবাটী ত্যাগ ও বলরাম বসুর বাড়িতে।

২৩ আগস্ট, জন্মাষ্টমী দিবসে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ঠাকুরের অস্থিভস্ম সমাহিত।

৩০ আগস্ট, বলরাম বসুর আবাস থেকে বৃন্দাবন যাত্রা—সঙ্গে গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী, যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ প্রভৃতি। পথে বৈদ্যনাথধাম ও কাশীধাম দর্শন। কাশী থেকে অযোধ্যায়। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে (প্রায় এক বৎসর) অবস্থান। স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষাদানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ দান—যোগানন্দকে দীক্ষাদানের মাধ্যমে শ্রীমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বার ও জয়পুর দর্শন। কলকাতার পথে প্রয়াগে।

১৮৮৭—৩১ আগস্ট, কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান।

পক্ষকাল পরে কামারপুকুর যাত্রা। পথে দক্ষিণেশ্বরে সকল দেবদেবীকে প্রণাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিগুলি দর্শন।

কামারপুকুরে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন—প্রায় নিঃস্বজীবন যাপন। 'ত্রৈলোক্য আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহরাখার পর দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষবুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।'

কামারপুকুরে নিঃসঙ্গতার বেদনা ও সন্তানহীনতায় দুঃখ। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনদান ও আশ্বাস ঃ 'তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এইসব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে "মা" "মা" বলে ডাকবে।' গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সঙ্কল্প—শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন দান। 'কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর, ...একদিন দেখিকি, সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, এইসব যত ভক্তেরা—কত লোক। দেখিকি, ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে

আসছে।—এই জলের স্রোত।... দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।' গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ।

১৮৮৮—মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫), ভক্তদের চেষ্টায় বলরাম বসুর গৃহে আগমন। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়াটে বাড়িতে মাস ছয়েক অবস্থান। স্বামী অভেদানন্দ-রচিত সারদাস্তোত্র, 'প্রকৃতিং পরমাম্' শ্রবণে আশীর্বাদ। গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সাহচর্যে তপশ্চরণ। নির্বিকল্প সমাধি।

৫ নভেম্বর, বলরাম বসুর বাড়ি থেকে জাহাজে পুরী যাত্রা।

৭ নভেম্বর, চাঁদবালিতে উপস্থিতি। লঞ্চে কটক ও সেখান থেকে গোযানে পুরীধাম। বলরামবাবুর ক্ষেত্রবাসীর মঠে অবস্থান। বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-সহ মন্দিরে উপস্থিতি এবং তাঁকে জগন্নাথমূর্তি প্রদর্শন। উপলব্ধি ঃ 'জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ—রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি।'

১৮৮৯—১২ জানুয়ারি, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও ভক্ত 'নগা'-র গৃহে অবস্থান।

১৩ জানুয়ারি, নিমতলায় গঙ্গাস্নান।

২২ জানুয়ারি, কালীঘাটে দেবীদর্শন।

৫ ফেব্রুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, শ্রীম প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুর গমন।

(আনুমানিক) ১২ ফেব্রুয়ারি, তারকেশ্বর হয়ে কামারপুকুর প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বর, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তপস্যার জন্য পশ্চিম গমনে অনুমতি দান।

১৮৯০—(আনুমানিক) বৎসরের প্রারম্ভে কলকাতায় আগমন ও বেলুড়ে রাজু গোমস্তার গৃহে অবস্থান।

৪ মার্চ, কম্বুলিয়াটোলায় শ্রীম-র গৃহে।

২৫ মার্চ, স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে গয়াধাম যাত্রা। পথে বৈদ্যনাথ দর্শন। গয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদেবীর পিণ্ডদান। বুদ্ধগয়া দর্শন।—সন্ন্যাসী-সন্তানদের মাথা গোঁজার ঠাঁই-এর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা।

২ এপ্রিল, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও শ্রীম-র গৃহে অবস্থান।

বলরাম বসুর অসুস্থতার সংবাদে বলরাম-ভবনে উপস্থিতি।

১৩ এপ্রিল, বলরাম বসুর দেহত্যাগ।

মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭), বেলুড়ের ঘুষুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।

জুলাই, স্বামী বিবেকানন্দের প্রব্রজ্যা সঙ্কল্প ও মাতৃ-আশীর্বাদ প্রার্থনা।

সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রতি নির্দেশ ঃ 'বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলুম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।'

আগস্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র), রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত। বরাহনগরে সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাড়াবাড়িতে আগমন।

শিশুপুত্র-সহ গিরিশচন্দ্রের মাতৃপাদপদ্ম (প্রথম) দর্শন।

রোগ উপশমের পর বলরাম-ভবনে অবস্থিতি।

অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক ১২৯৭), কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী গমন।

১৮৯১—(আনুমানিক) এপ্রিল-মে, জয়রামবাটীতে গিরিশের উপস্থিতি এবং মাতৃদর্শনে তাঁর অতীত স্মৃতির জাগরণ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুমূর্ষু গিরিশের মুখে এক অপরিচিত মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ দিয়ে বলেন ঃ 'খাও, ভাল হয়ে যাবে।' প্রথম মাতৃমুখ-দর্শনে গিরিশের সবিস্ময় উক্তি ঃ 'এ্যাঁ মা, তুমি।' গিরিশের প্রশ্নের উত্তরে মায়ের উক্তি ঃ 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।' কয়েকমাস অবস্থানের পর গিরিশের কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১০ নভেম্বর, জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজায় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির উপস্থিতি।

১৮৯৩—(আনুমানিক) এপ্রিলের শেষাশেষি, স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশগমনে অনুমতি প্রার্থনা। অনুমতি দানে দ্বিধা। ঠাকুরের নির্দেশ লাভ করে স্বামীজীকে অনুমতি-পত্র।

৩১ মে, স্বামীজীর বিদেশযাত্রা।

জুন-জুলাই (আষাঢ় ১৩০০), বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থিতি। যোগীন-মার সঙ্গে পঞ্চতপানুষ্ঠান। 'পঞ্চতপা-টপা এসব করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে ঃ 'তপস্যা দরকার...পার্বতীও শিবের জন্যে করেছিলেন।...এ-সব করা লোকের জন্য।'

পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গায় অভিনব দৃশ্য দর্শন ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ...দ্রুতপদে গঙ্গায় নামিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্ময় দেহ...পবিত্র নীরে মিশিয়া গেল। ... স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দুই হস্তে সেই ব্রহ্মবারি লইয়া চারিদিকে অগণিত নরনারীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।... অসীম জনসঙ্ঘ সেই জলস্পর্শে সদ্যোমুক্তি লাভ করিতেছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য উপলব্ধি এবং বিশ্বাস যে, 'সে-লীলার পুষ্টিবিধানের জন্য তাঁহারও এই নরদেহে অবস্থানের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।' জগদ্ধাত্রীপূজার আগে জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৪—জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (মাঘ ১৩০০), কন্যার মৃত্যুতে কাতর বলরাম বসুর পত্নীর সঙ্গে কৈলোয়ার গমনের জন্য কলকাতায় আগমন।

বলরাম-পত্নী কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁর জননী, গোলাপ-মা, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, এবং স্বামী যোগানন্দের পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে কৈলোয়ার গমন ও দুমাস অবস্থান।

(আনুমানিক) এপ্রিল, জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।

(আনুমানিক) সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেলুড়ে অবস্থিতি।

দুর্গাপূজায় স্বামী প্রেমানন্দের জননী মাতঙ্গিনী দেবীর আমন্ত্রণে আঁটপুরে উপস্থিতি ও পূজায় যোগদান।

জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৫—(আনুমানিক) ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ (ফাল্গুনের শুরু, ১৩০১), জননী ও সহোদরগণের সঙ্গে কাশী হয়ে বৃন্দাবনে; সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মা।

(আনুমানিক) ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ (ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০১), বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান।

(আনুমানিক) এপ্রিলের মাঝামাঝি, কলকাতায় আগমন ও কম্বুলিয়াটোলায় শ্রীম-র গৃহে প্রায় একমাস অবস্থান।

১৩ মে, জয়রামবাটী গমন (পথে কামারপুকুরে)।

নভেম্বর, কয়েকদিনের জন্য কামারপুকুরে—সঙ্গে গোলাপ-মা।

জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৬—এপ্রিল (শেষার্ধ), কলকাতায় আগমন এবং ৫৯।২ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে শরৎ সরকারের গৃহে অবস্থান।

বিদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রে সকলকে নরনারায়ণ সেবার আহ্বান; সেই পত্র-শ্রবণে মন্তব্য ঃ 'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এইসব লিখাচ্ছেন।'

মে (শেষার্ধ), বাগবাজারে গঙ্গার ধারে সরকারবাড়ি লেনের গুদামবাড়ির ত্রিতলে গোলাপ-মা, গোপালের মা ও অন্যান্য স্ত্রীভক্ত সহ অবস্থান। দ্বিতলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও দু-এক জন সাধু-ব্রহ্মচারী। একতলায় হলুদের গুদাম। কালীপূজার পর জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৭—১৯ ফেব্রুয়ারি, বিদেশ থেকে স্বামীজীর কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

সকাল সাড়ে সাতটায় বজবজ থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে। বিপুল সংবর্ধনা।

১৮৯৮—৩ ফেব্রুয়ারি, বেলুড় মঠের জমির জন্য বায়না।

১৩ ফেব্রুয়ারি, মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত।

৫ মার্চ, বেলুড় মঠের জমি রেজেস্ট্রিকৃত।

মার্চ, কলকাতায় আগমন ও ১০।২ বোসপাড়া লেনে অবস্থান।

১৪ মার্চ, স্বামী বিবেকানন্দের বহু ভক্তসহ মাতৃসন্দর্শনে আগমন।

১৭ মার্চ, ভগিনী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুলের মাতৃসন্দর্শন।

নিজ কন্যারূপে গ্রহণ ও একত্রে আহার। স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময় ঃ 'ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে আহার করিয়াছেন ! ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয় ?' ডায়েরীতে নিবেদিতার মন্তব্য ঃ 'একটি সেরা দিন।' (a day of days)

এপ্রিল, স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে মঠের নির্মাণকার্য শুরু।

৭ এপ্রিল, নির্মীয়মান মঠে আগমন—নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল কর্তৃক সংবর্ধনা ও মঠের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন। পরিতৃপ্ত মন্তব্য ঃ 'এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।' অক্টোবর, অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন-অনন্তর স্বামী বিবেকানন্দের মঠে প্রত্যাবর্তন।

মহাষ্টমী-পূজার দিন বাগবাজারে মাতৃসমীপে; সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ।

নভেম্বর, মিসেস ওলি বুলের আগ্রহে হ্যারিংটন -কর্তৃক আলোকচিত্র গ্রহণ।

১২ নভেম্বর (কার্তিক ১৩০৫) প্রভাতে মঠভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিসহ আগমন ও স্বহস্তে পূজা। অপরাহ্ণে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৩ নভেম্বর, প্রভাতে ১৬ বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দেরও সেখানে উপস্থিতি।

৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান।

১০ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিতি।

১৮৯৯—২ জানুয়ারি, নীলাম্বরবাবুর বাগান পরিত্যাগ করে সকল সন্ন্যাসীর বেলুড় মঠে অবস্থান শুরু।

১৩ মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি। সকালে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির কাছে স্বহস্তে পূজা ও ভোগ নিবেদন—সন্ধ্যায় নিবেদিতা ও তাঁর স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটার্জী নার্সারীতে অর্কিডকুঞ্জ পরিদর্শন।

২৮ মার্চ (১৫ চৈত্র ১৩০৫), স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধি। মায়ের শোকার্ত উক্তি ঃ 'জানি, জানি, সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সেকথা আমি জানি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!' 'বাড়ির একখানি ইঁট খসল; এবার সব যাবে।'

২০ জুন, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা; সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।

২ আগস্ট, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণের মৃত্যু।

৩০ অক্টোবর, জয়রামবাটী গমন।

১৯০০—২৬ জানুয়ারি, অভয়চরণের বিধবা স্ত্রী সুরবালার কন্যা রাধারানীর (রাধুর) জন্ম।

ঠাকুরের দর্শনদান এবং রাধুকে অবলম্বন করে শরীর রক্ষা করতে নির্দেশ।

কামারপুকুরে অসুস্থতা। জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন, কলেরায় আক্রান্ত।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের জয়রামবাটী গমন।

অক্টোবর, কলকাতায় আগমন—সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারানী, খুল্লতাত নীলমাধব, মানগরবিনী (ভানুপিসী) ও বিকৃতমস্তিষ্কা ভ্রাতৃজায়া সুরবালা।

১৬-এ বোসপাড়া লেনে অবস্থান।

৯ ডিসেম্বর, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-অভিযানের শেষে স্বামীজীর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৯০১—২৪ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বেলুড় মঠে।

১৮-২২ অক্টোবর, স্বামীজী-কর্তৃক বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব।

শ্রীমাকে স্ত্রীভক্তগণ-সহ নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে এনে রাখা হয়। মায়ের অনুমতি নিয়ে পূজার ব্যবস্থা হয় এবং স্বামীজীর নির্দেশে মায়ের নামেই সঙ্কল্প হয়। মায়ের নির্দেশে দেবীপূজায় পশুবলি বন্ধ থাকে। সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজকের আসন গ্রহণ করেন আর তন্ত্রধারক হন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজী শ্রীমায়ের হাত দিয়ে তন্ত্রধারককে পঁচিশ টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন।

(আনুমানিক) বৎসরান্তে সুরবালা এবং রাধু-সহ জয়রামবাটী গমন।

১৯০২—৪ জুলাই (২০ আষাঢ় ১৩০৯), স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি।

৩১ আগস্ট (১৫ ভাদ্র ১৩০৯), স্বামী বিমলানন্দকে লেখা পত্র ঃ 'আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামীজী যখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গিয়েছিলেন, তখন অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার ব্যবস্থা দেখে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য স্বামী বিমলানন্দ শ্রীমাকে পত্র লেখেন। তার উত্তরে শ্রীমা এই তারিখে পত্রটি লেখেন। স্বামী বিমলানন্দের হাতে পত্রটি পৌঁছায় ৭ সেপ্টেম্বর।

১৯০৩—(আনুমানিক) জগদ্ধাত্রীপূজার সময় থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত জয়রামবাটীতে। অবশিষ্ট সময় কলকাতায়।

১৯০৪—১৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতায় ২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। (এই বাড়িতে তিনি দেড়বছর অবস্থান করেন।) মিসেস ওলি বুলের মাসিক আর্থিক সাহায্যদান শুরু। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর।

রথযাত্রার দিন এন্টালী শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়ে।

জন্মাষ্টমী উৎসবে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩১১), পুরী গমন। সঙ্গে খুল্লতাত নীলমাধব, সুরবালা, রাধারানী, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী, শ্রীম-র স্ত্রী, চুনিলাল বসুর স্ত্রী, কুসুমকুমারী এবং স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ তিনজন পুরুষ। ক্ষেত্রবাসীর মঠে অবস্থান। পায়ের ফোড়া; অস্ত্রোপচার। মাতা শ্যামাসুন্দরী, কালীমামা প্রমুখকে পুরী আনয়ন। পরে শ্রীম এবং বরদামামারও পুরী আগমন।

১৯০৫—জানুয়ারি (মাঘের প্রথমার্ধ ১৩১১), কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

(আনুমানিক) মার্চ-এপ্রিল, নীলমাধবের মৃত্যু। শববাহকদের মধ্যে শূদ্রের উপস্থিতিতে গোলাপ-মায়ের আপত্তির উত্তরে ঃ 'শুদ্দুর কে গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?'

এপ্রিল (২২ চৈত্র ১৩১১), চিৎপুর রোডে বি. দত্তের স্টুডিওতে ফটো গ্রহণ—সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, রাধু প্রভৃতি।

মে, ভ্যানডাইক কোম্পানীর চৌরঙ্গীস্থ স্টুডিওতে স্বামী বিরজানন্দের আগ্রহে ফটো গ্রহণ—'শ্রীমা সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার দক্ষিণে টবে একটি ছোট গাছ রহিয়াছে।'

মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২), বিষ্ণুপুরের পথে জয়রামবাটীতে।

প্রসন্নকুমারের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু—তাঁর দুই কন্যা নলিনী ও মাকুর ভারগ্রহণ।

১৯০৬—জানুয়ারি (মাঘ ১৩১২, প্রথম সপ্তাহ), শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগ। মাতৃশ্রাদ্ধ।

(আনুমানিক) মার্চ-এপ্রিল, কলকাতায় আগমন—২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের বাসভবনে অবস্থান।

৮ জুলাই (২৪ আষাঢ় ১৩১৩), গোপালের মার মহাসমাধি।

১৮ জুলাই, কেদার দাস-কর্তৃক বাগবাজারে গোপাল নিয়োগী লেনে (বর্তমান ১ উদ্বোধন লেন) তিনকাঠা চারছটাক জমি বেলুড় মঠকে দান। ঐ জমিতে মাতৃ-মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা।

জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বে জয়রামবাটীতে উপস্থিতি।

১৯০৭—অক্টোবর, গিরিশভবনে দুর্গাপূজায় যোগদানের জন্য অসুস্থ-অবস্থায় কলকাতা আগমন। বলরাম-ভবনে অবস্থান এবং সেখান থেকে গিরিশের পূজায় যোগদান। 'তিনদিনই শ্রীমা সকলের অর্ঘ্য লইলেন; গিরিশের আত্মীয়স্বজন, এমনকি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত কেহই বঞ্চিত হইল না।'

১১ নভেম্বর, বিষ্ণুপুরের পথে দেশে গমন। পাঁচ হাজার সাতাশ টাকা ঋণ নিয়ে স্বামী সারদানন্দ-কর্তৃক 'মায়ের বাড়ি'র নির্মাণকার্য শুরু।

১৯০৮—(শেষ ভাগ) এগারো হাজার টাকা ব্যয়ে 'মাতৃমন্দির' নির্মাণকার্যের সমাপ্তি এবং 'উদ্বোধন' কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত।

১৯০৯—কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে উপস্থিতি।

২৪ মার্চ, ভ্রাতাদের সম্পত্তির বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য মায়ের আহ্বানে স্বামী সারদানন্দের জয়রামবাটীতে উপস্থিতি। সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগীন-মা ও একজন ব্রহ্মচারী। ভ্রাতাদের কলহ ও কুশ্রী স্বার্থপরতার মধ্যে অবিচলিত শ্রীমা সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দের বিস্ময় ঃ 'আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কী কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীর স্থির।'

২১ মে, সম্পত্তি-বণ্টন শেষ করে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কলকাতা যাত্রা।

২৩ মে, 'উদ্বোধন'-বাড়িতে প্রথম পদার্পণ। দ্বিতলে থাকার ব্যবস্থা, নিচে 'উদ্বোধন' কার্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নির্মিত বেদীর উপর নিবেদিতা-রচিত রেশমী চন্দ্রাতপের নিচে চিত্র-প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থায় গররাজি ঃ 'ঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না, থাকা উচিতও নয়।' ঠাকুরঘরেই থাকার ব্যবস্থা।

জুন, পানিবসন্তে আক্রান্ত। 'স্বামী শান্তানন্দের স্মারকলিপিতে আছে যে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন তিনি কাশী হইতে শ্রীমায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "মায়ের বসন্ত হয়েছে।" '

জুলাই, মাতৃচরণপ্রান্তে ভগিনী দেবমাতা।

কারাগার-মুক্ত বিপ্লবীদের প্রণাম-নিবেদনে মন্তব্য ঃ 'কী সাহস ! ঠাকুর আর নরেনই এদের এত ভয়হীন করে তুলেছেন। সব তাঁদের দোষ!'

৪ আগস্ট, মাতৃপদপ্রান্তে লেডি অবলা বসু। সকল বড় বড় জাতীয়তাবাদীরা প্রণাম নিবেদন করতে আসছেন দেখে নিবেদিতার মন্তব্য ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "তুমি অনেক সন্তানের মা হবে"—সেকথা আজ সত্য হয়েছে। এখন সারা দেশটাই তোমার।' শ্রীমার উত্তর ঃ 'তাই তো দেখছি !'

২১ আগস্ট, যোগোদ্যানে।

২৯ আগস্ট, মিস্টার লেগেটের মৃত্যু। মৃত্যুসংবাদে বিচলিত মায়ের মন্তব্য ঃ 'ওঁরা ভাগ্যবান মানুষ।'

৬ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যানে।

১২ সেপ্টেম্বর, মিনার্ভা থিয়েটারে 'পাণ্ডবগৌরব' নাটক দেখার সময় মঞ্চে দেবীমূর্তির আবির্ভাব-দর্শনে সমাধি।

৬ অক্টোবর, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে সংবর্ধনা। অসুস্থতা।

লক্ষ্মী দত্ত লেনের দত্ত-গৃহে যতীন মিত্রের কীর্তনগানে উপস্থিতি। মাথুরগানের পর মিলনের পালা-শ্রবণে গভীর ভাবাবস্থা—গোলাপ-মায়ের উক্তি ঃ 'সেই বৃন্দাবনে মায়ের ভাব দেখেছিলুম, আর আজ এই দেখলুম।'

১৬ নভেম্বর, জয়রামবাটী যাত্রা।

১৪ ডিসেম্বর, 'উদ্বোধন'-বাড়ি প্রসারের জন্য এক হাজার আটশ টাকায় পার্শ্ববর্তী

এককাঠা চারছটাক জমি ক্রয়।

১৯১০—জুলাই, সাত-আট মাস দেশে অবস্থানের পর কলকাতায় আগমন।

৫ ডিসেম্বর, রামকৃষ্ণ বসুর জননীর ইচ্ছানুসারে বলরাম বসুর উড়িষ্যার জমিদারি কোঠারে।

১৯১১—কোঠারে সরস্বতীপূজার পূর্বদিন খ্রীষ্টধর্মান্তরিত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীমায়ের বিধানে হিন্দুধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সরস্বতীপূজার দিন দেবেন্দ্রবাবুকে মন্ত্রদীক্ষা। উড়িয়া যাত্রাভিনয় দর্শন।

ফেব্রুয়ারি, রামেশ্বর-দর্শনের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্য যাত্রা।

মাদ্রাজ-মায়লাপুরে ভাড়াবাড়ি 'সুন্দরবিলাস'-এ অবস্থান।

রামেশ্বরের পথে মাদুরায়। মীনাক্ষী মন্দির, তিরুমল নায়েকের প্রাসাদ ও তেপ্পাকুলম্ সরোবর দর্শন।

রামেশ্বরের পথে মণ্ডপম্ থেকে স্টীমারে পাম্বানে এবং রেলযোগে রামেশ্বরে। রামেশ্বরের গর্ভমন্দিরে কনকাবরণ-উন্মুক্ত শিবলিঙ্গকে একশ আট স্বর্ণ-বিল্বপত্রে পূজা। মন্তব্য ঃ 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটিই আছে।' রামনাদের রাজার ইচ্ছায় মন্দিরসংলগ্ন রত্নাগার দর্শন।

ধনুষ্কোটি-তীর্থে রূপার তীরধনুক-সহ পূজাদানের জন্য দুই সেবককে প্রেরণ।

২৪ মার্চ, ব্যাঙ্গালোরে। গবিপুরে গুহামন্দির দর্শন।

একসপ্তাহ পরে, মাদ্রাজে।

দুই-এক দিন পর কলকাতা যাত্রা। রাজমহেন্দ্রীতে একদিনের জন্য জেলা-জজ পার্থসারথি আয়েঙ্গারের আতিথ্যগ্রহণ।

তিন-চার দিন পুরীতে বলরামবাবুদের অপর গৃহ 'শশীনিকেতনে' অবস্থান।

১১ এপ্রিল, কলকাতা আগমন। বেলুড় মঠে অভ্যর্থনা।

১২ মে, নিবেদিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

১৭ মে, জয়রামবাটী যাত্রা।

১০ জুন, রাধুর বিবাহে উপস্থিতি; পাত্র—তাজপুর নিবাসী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১ আগস্ট, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি। কাতর উক্তি ঃ 'শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে।'

১৩ অক্টোবর, দার্জিলিং-এ নিবেদিতার তিরোভাব। নিবেদিতার প্রসঙ্গ উঠলে মা কাঁদতেন। আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ 'যে হয় সুপ্রাণী তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।'

২৪ নভেম্বর, কলকাতায় আগমন। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরের ছবি প্রতিষ্ঠা ও পূজা। স্বদেশী-আন্দোলনের কেন্দ্র কোয়ালপাড়ায় নির্দেশ ঃ 'যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।'

১৯১২—১৬ অক্টোবর (দুর্গাপূজার বোধন), সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে আগমন। মঠের

ফটক থেকে ঘোড়া খুলে সন্ন্যাসীরা ঘোড়ার গাড়ি টানেন। পূজার সুষ্ঠু আয়োজন দর্শনে আনন্দিত মন্তব্য ঃ 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।'

১৮ অক্টোবর (মহাষ্টমী), তিন শতাধিক ভক্তের প্রণাম গ্রহণ। রাত্রে 'জনা' নাটক অভিনয় দর্শন।

২০ অক্টোবর (বিজয়া দশমী), 'রামাশ্বমেধ' যাত্রাভিনয় দর্শন। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নৌকায় ডাক্তার কাঞ্জিলালের কৌতুকব্যঙ্গ, বিচিত্র মুখভঙ্গি দর্শনে বিরক্ত ব্রহ্মচারীর আপত্তিতে মন্তব্য ঃ 'না, না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।'

২২ অক্টোবর, উদ্বোধনে প্রত্যাবর্তন।

৫ নভেম্বর, তৃতীয়বার কাশীধামে। বেলা একটায় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে 'লক্ষ্মীনিবাসে'। সঙ্গে গোলাপ-মা, ভানুপিসী, সস্ত্রীক শ্রীম প্রভৃতি। প্রশস্ত বারান্দা দর্শনে মন্তব্য ঃ 'ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।'

৬ নভেম্বর, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন।

৯ নভেম্বর, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। মন্তব্য ঃ 'এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন।' সেবাশ্রমে দশটাকা দান।

সারনাথ দর্শন।

৩০ ডিসেম্বর, অদ্বৈত আশ্রমে নিজ জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিতি।

১৯১৩—১৬ জানুয়ারি, কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

২৩ ফেব্রুয়ারি, জয়রামবাটী যাত্রা। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে বিশ্রাম।

৭ মে, ভূদেবের (কালীকুমারের পুত্র) বিবাহ।

(আনুমানিক) জুন-জুলাই, আমাশয় রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার কাঞ্জিলাল, সুধীরা দেবী, শ্রীম-র স্ত্রী প্রভৃতির আগমন।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। আশ্রমাধ্যক্ষ কেদারনাথকে নির্দেশ ঃ 'ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভোগ ও অন্তত শনি মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে; আর যেমন করেই হোক তিন তরকারির কম ভোগ দিতে পারবে না। অত কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝবে কেমন করে?'

২৯ সেপ্টেম্বর, কলকাতায়।

১৯১৫—১৯ এপ্রিল, জয়রামবাটী যাত্রা। কোয়ালপাড়ায় নতুন বাড়ি দেখে আনন্দ প্রকাশ।

(আনুমানিক) সেপ্টেম্বর, কোয়ালপাড়ায় নতুন বাড়িতে, সঙ্গে রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতি। পনের দিন অবস্থান।

(জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারে নানাবিধ অশান্তি। তাই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা

কোয়ালপাড়ার আশ্রমাধ্যক্ষ কেদারবাবুকে একটি নতুন বাড়ি, যেখানে তিনি ইচ্ছামতো থাকতে পারবেন, তৈরী করতে বলেন। সেই কথা-অনুযায়ী বাড়িটি নির্মিত হয়। বাড়িটি পরে 'জগদম্বা আশ্রম' নামে পরিচিত হয়।)

১৯১৬—১৫ মে, জয়রামবাটীতে দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে পুণ্যপুকুরের পশ্চিমতীরে নির্মিত গৃহে প্রবেশ। 'বাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীমায়ের জন্য দক্ষিণদ্বারী ঘর, উহার দক্ষিণে পশ্চিমমুখে বৈঠকখানা বা জগদ্ধাত্রীপূজা মণ্ডপ, মায়ের ঘরের ঠিক উলটো দিকে নলিনীদিদি ও ভক্ত-মেয়েদের বাসস্থান এবং বাড়ির উত্তরপূর্ব কোণে রন্ধনশালা; ইহার পরে উত্তরধারে চালা নামাইয়া আর একখানি ছোট রান্নাঘর।...বাড়ির ভূমি-সংগ্রহের সমকালেই পুণ্যপুকুরও...ক্রীত হয়।'

৭ জুলাই, স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায় নতুন বাড়ি ও জগদ্ধাত্রীর জন্য ক্রীত ধানজমির অর্পণনামা রেজিস্ট্রিকালে কোতুলপুরে উপস্থিতি।

৮ জুলাই, বিষ্ণুপুরে উপস্থিতি এবং সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে সারাদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর কলকাতায় আগমন।

৩-৬ অক্টোবর, দুর্গাপূজায় বেলুড় মঠে—উত্তরের উদ্যানবাটীতে অবস্থান। স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য ঃ 'এখানে (মঠে) তো তাঁরই (শ্রীমার) পূজা হল।'

১৯১৭—৩১ জানুয়ারি, জয়রামবাটী যাত্রা। পথে কোয়ালপাড়ায় নিজ বাড়িতে (জগদম্বা আশ্রমে) দুই দিন অবস্থানের পর জয়রামবাটীতে।

(আনুমানিক) নভেম্বর, জয়রামবাটীর নতুন বাড়িতে প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজায় যোগদান।

১৯১৮—৪ জানুয়ারি, স্বীয় জন্মোৎসবে প্রবল জ্বর।

২১ জানুয়ারি, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য স্বামী সারদানন্দ, ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী, ডাক্তার কাঞ্জিলাল, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও সরলাদেবীর জয়রামবাটীতে গমন।

ডাক্তার কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ।

জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ায় স্বদেশীদের খোঁজে পুলিসের উৎপাত। ভক্ত বিভূতিবাবুর চেষ্টায় পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আশ্বাস। স্বামী সারদানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন। স্বামী জ্ঞানানন্দের আগমনে নতুন জটিলতা ও পুলিসী তদন্ত—মণীন্দ্রনাথ বসুর (আরামবাগের উকিল) চেষ্টায় মীমাংসা।

মার্চ, কোয়ালপাড়ায় উপস্থিতি। সেখানে পরে প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী।

১০ এপ্রিল, স্বামী সারদানন্দের কাছে তারবার্তা। সেই রাতেই ডাক্তার কাঞ্জিলালকে কোয়ালপাড়ায় প্রেরণ।

১৭ এপ্রিল, স্বামী সারদানন্দ, ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী ও যোগীন-মায়ের কোয়ালপাড়ায় উপস্থিতি।

২১ এপ্রিল, আরোগ্যের পর অন্নপথ্য।

২৯ এপ্রিল, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে জয়রামবাটীতে।

৫ মে, কলকাতা যাত্রা। পথে কোয়ালপাড়ায় একরাত্রি বিশ্রাম।

৭ মে, উদ্বোধনে।

৩০ জুলাই, স্বামী প্রেমানন্দের দেহত্যাগ। মহাসমাধির সংবাদে কাতর উক্তি ঃ 'ঠাকুর, নিলে।' 'মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।'

৩১ ডিসেম্বর, রাধু-সহ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে।

১৯১৯—২৭ জানুয়ারি, রাধু-সহ জয়রামবাটীর পথে। বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে।

২৯ জানুয়ারি, রাত্রি এগারোটায় কোয়ালপাড়ায়। রাধুর ইচ্ছায় জয়রামবাটীর বদলে কোয়ালপাড়াতেই যাত্রা সমাপ্তি। 'জগদম্বা আশ্রমে' অবস্থান। রাধুর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। নানাবিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থা।

২০ এপ্রিল, মাকুর শিশুপুত্রের (ন্যাড়া) মৃত্যু।

৭ মে, রাধুর প্রথম সন্তানের জন্ম।

২৩ জুলাই, জয়রামবাটী গমন।

১৩ ডিসেম্বর, জয়রামবাটীতে জন্মতিথি উৎসব। বিকাল থেকেই জ্বরের সূত্রপাত। বিরতিসহ পুনঃপুনঃ জ্বর।

১৯২০—১৭ ফেব্রুয়ারি, স্বামী সারদানন্দের ভুবনেশ্বর থেকে প্রত্যাবর্তন এবং স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ ও অপর দুজনকে জয়রামবাটী প্রেরণ।

২৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার উদ্দেশে জয়রামবাটী ত্যাগ।

২৭ ফেব্রুয়ারি, রাত্রি নটায় উদ্বোধনে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু।

১২ মার্চ, অবস্থা অপরিবর্তিত। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসা শুরু।

৮ এপ্রিল, ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য বিপিনবিহারী ঘোষকে আহ্বান।

২৪ এপ্রিল, স্বামী অদ্ভুতানন্দের মহাসমাধি।

১ মে, অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় ডাক্তার প্রাণধন বসুকে আহ্বান।

রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আনয়ন।

১৪ মে, রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগ।

১৬ মে, ডাক্তার প্রাণধন বসু-কর্তৃক শ্রীমার রোগ কালাজ্বর-রূপে নির্দেশ।

২০ মে, জয়রামবাটীতে নিউমোনিয়া জ্বরে সহোদর বরদাপ্রসন্নের মৃত্যু।

১ জুন, অবস্থা অপরিবর্তিত। কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেনকে আহ্বান। একই সঙ্গে কবিরাজ কালীভূষণ সেনের চিকিৎসা।

১৪ জুলাই (তিরোভাবের সাতদিন পূর্বে), স্বামী সারদানন্দের প্রতি ঃ 'শরৎ এরা রইল।'

১৬ জুলাই (দেহাবসানের পাঁচদিন পূর্বে), অন্নপূর্ণার মায়ের প্রতি ঃ 'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' সান্ত্বনা বাণী ঃ 'শরৎ রইল, ভয় কি!'

২১ জুলাই (৪ শ্রাবণ ১৩২৭), রাত্রি দেড়টায় মহাসমাধি।

২১ জুলাই, বেলা সাড়ে দশটার সময় স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে মরদেহসহ শোকযাত্রা। বরাহনগর থেকে নৌকাযোগে বেলুড় মঠ।

বেলা তিনটায় স্বামীজীর মন্দিরের উত্তরে (বর্তমানে মাতৃমন্দির) গঙ্গাতীরে আহুতি দান।

১৯২১—২১ ডিসেম্বর (৬ পৌষ ১৩২৮), জন্মতিথি-দিবসে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা।

কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যার কোন নির্দিষ্ট কাল নির্ণয় সম্ভব নয় ঃ

(১) দক্ষিণেশ্বরের পথে তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের আশ্রয়ে রাত্রি যাপন। ঘটনাটি যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঘটেনি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ শ্রীমা তাঁর সঙ্গিনীদের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর উপস্থিতির কথা বলেছেন—লক্ষ্মীদেবী সঙ্গিনীরূপে প্রথম আসেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। লক্ষ্মীদেবীর প্রথমবার আগমনের সময়ও ঘটনাটি ঘটেনি কারণ সেসময় সঙ্গে ছিলেন মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। শ্রীমা তাঁর মায়ের উপস্থিতির কথা কখনও বলেননি—শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে পরিত্যাগ করে অগ্রসর হবেন এটা সম্ভবও নয়। সুতরাং এটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের ঘটনা, সেসময় লক্ষ্মীদেবী সহযাত্রিণী ছিলেন।

(২) দক্ষিণেশ্বরে অগমন-সম্পর্কিত তথ্যপঞ্জী অসম্পূর্ণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, তাঁর প্রদত্ত তথ্য ছাড়াও শ্রীমা আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।

(৩) দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীমায়ের জিহ্বায় শ্রীরামকৃষ্ণ বীজমন্ত্র লিখে দেন। পরদিবস লক্ষ্মীদেবীকে ঘটনাটি জানিয়ে তাঁকেও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠান অনুরূপ বীজমন্ত্র লাভের জন্য।

(৪) দক্ষিণেশ্বর-বাসকালে মাতৃত্বের উত্তরোত্তর বিকাশ-সূচক কয়েকটি ঘটনা ঃ

(ক) বালক-ভক্তগণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ধারিত আহার্যের অতিরিক্ত ব্যবস্থা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে ঃ 'ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।' এই উক্তিটি শ্রীমা করেন স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজের) প্রসঙ্গে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫।৩।২, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) অনুযায়ী বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের কাছে আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। কাজেই এই ঘটনা তার আগে ঘটেনি।

(খ) বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের হাতে ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণে ঠাকুরের নিষেধের

উত্তরে ঃ 'তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।'

(গ) কালীপদ ঘোষের স্ত্রীকে আশ্বাস ও আশীর্বাদী বিল্বপত্র দান—ফলে বিপথগামী কালীপদ ঘোষের মানসিক পরিবর্তন।

(৫) মারোয়াড়ী-ভক্ত লছমীনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি শ্রীমাকে পরীক্ষার জন্য তাঁকে বলেন ঃ 'এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে।' উত্তরে শ্রীমা বলেন ঃ 'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও-টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না...কাজেই ও-টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।'

(৬) তিরোভাবের কিছুদিন পূর্বে দেবমাতাকে শ্রীমা শেষ পত্রে লিখেছিলেন ঃ 'বসন্তকে (স্বামী পরমানন্দকে) আমার আশীর্বাদ জানাইও। তোমাকেও আমার আশীর্বাদ। সকলের জন্যেই আমার আশীর্বাদ। ...ঠাকুর তোমাদের সকলকে তাঁহার যোগ্য সন্তান করিয়া তুলুন—আমি এই প্রার্থনা করি।'